প্রোডাকসন সিন্ডিকেট
প্রাইভেট্ লিঃ এর
রুবেন রায়-এর
মর্ত্তের মৃত্তিকা
অবলম্বনে
সিঁদুর
পরিচালনা:
সুধীর মুখার্জী
চিত্রনাট্য:
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত: রবীন চট্টোপাধ্যায়
8-3-57
পরিবেশক• নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ
Nirmal

॥ প্রযোজনা ॥

সুধীর মুখার্জী

॥ কাহিনী ॥

'মর্ত্তের মৃত্তিকা' অবলম্বনে

॥ চিত্রনাট্য ॥

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

॥ সহঃ পরিচালনা ॥

বিনু বর্ধন

॥ আলোকচিত্র শিল্পী ॥

দেওজী ভাই

॥ গীতিকার ॥

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ

॥ সঙ্গীত পরিচালনা ॥

রবীন চট্টোপাধ্যায়

॥ সম্পাদনা ॥

বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি

॥ শব্দযন্ত্রী ও পুনঃ শব্দলিখন ॥

সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

॥ শিল্প নির্দেশ ॥

সত্যেন রায়চৌধুরী

॥ ব্যবস্থাপনা ॥

কালীপদ দত্তগুপ্ত

॥ রূপ সজ্জা ॥

শক্তি সেন, মনতোষ রায়

॥ সজ্জা ॥

পরেশ, গোবর্ধন রক্ষিত

॥ স্থির চিত্র ॥

ষ্টুডিও স্যাংগ্রীলা

॥ প্রচার ॥

শচীন সিংহ

॥ রসায়নাধ্যক্ষ ॥

আর, বি, মেহতা

॥ কণ্ঠ সঙ্গীত ॥

শ্যামল মিত্র, রবীন মজুমদার, সন্ধ্যা মুখার্জী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ যন্ত্র সঙ্গীত ॥

সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

॥ আলোক সম্পাত ॥

প্রভাস ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণধন চক্রঃ,
ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

ভেনাস ফিল্ম কর্পোঃ
লক্ষ্ণৌ

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীজ (প্রাইভেট) লিঃ-এ পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক :—নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ

কাহিনী

শৈবাল সেন সেই দিনই কাশী থেকে বাড়ী ফিরেছেন। সংসারের শেষ কর্তব্য, ছোট ছেলে কমলেশের বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক করে আবার কাশীতেই ফিরে যাবেন।

কিন্তু মাঝ রাতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিসের যেন শব্দ হলো·····উঠলেন···

উঠে দেখেন, বিধবা বোন, সেই তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে সংসার আগলে আছে, সে-ও সেই শব্দে উঠে পড়েছে। চাকর হারাকে ডাকেন। নীচে থেকে হারা চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে আসে।

—কিসের শব্দ হলো রে হারা ?

—ও কিছু নয়···একটা হলো বেড়াল বড় জ্বালাতন করে···

হারা বিব্রত ভাবে পিসীমার দিকে চায়। পিসীমা শৈবাল সেনকে বলে, ও কিছু নয়···তুমি ঘুমোগে যাও···হারা দেখছে···

শৈবাল সেন ঘরে শুতে গেলেন বটে কিন্তু, মনের ভেতরে কি যেন একটা মহা-আশঙ্কা অন্ধকারে সাপের মতন নড়ে উঠলো। জিজ্ঞাসা করে জানলেন, বড় ছেলে কুমারেশ এখনো বাড়ীতে ফেরে নি··· কাজের জন্যে এমন নাকি তার প্রায়ই রাত হয়!

সে রাত্রে শৈবাল সেন আর ঘুমুতে পারলেন না।

এতদিন তাঁর কাছে যা গোপন রাখা হয়েছিল, সেই রাত্রির অন্ধকারে, নিশীথে অগ্নিকাণ্ডের মত, তা তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তাঁর সমস্ত আদর্শবাদিতাকে তুচ্ছ করে কুমারেশ আজ যে পথ বেছে নিয়েছে, তিনি জানেন, সে পথের শেষে আছে সর্বনাশা রিক্ততা। বিধবা বোন বলে, এর

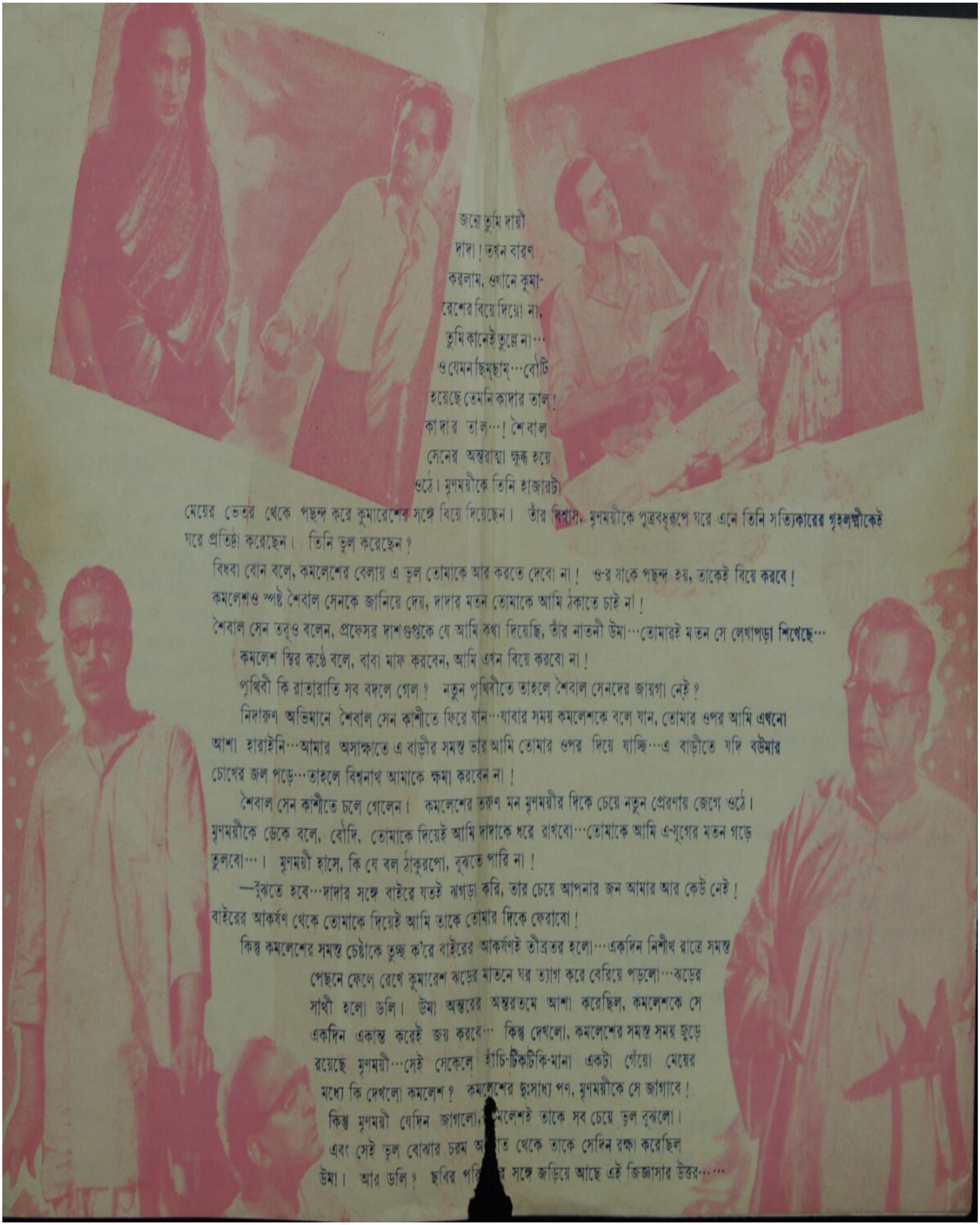

জন্যে তুমি দায়ী দাদা! তখন বারণ করলাম, ওখানে কুমারেশের বিয়ে দিয়ো না, তুমি কানেই তুল্লে না··· ও যেমন ছিমছাম···বৌটি হয়েছে তেমনি কাদার তাল! কাদার তাল···! শৈবাল সেনের অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মৃণময়ীকে তিনি হাজারটা মেয়ের ভেতর থেকে পছন্দ করে কুমারেশের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, মৃণময়ীকে পুত্রবধূরূপে ঘরে এনে তিনি সত্যিকারের গৃহলক্ষ্মীকেই ঘরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ভুল করেছেন?

বিধবা বোন বলে, কমলেশের বেলায় এ ভুল তোমাকে আর করতে দেবো না! ওর যাকে পছন্দ হয়, তাকেই বিয়ে করবে! কমলেশও স্পষ্ট শৈবাল সেনকে জানিয়ে দেয়, দাদার মতন তোমাকে আমি ঠকাতে চাই না!

শৈবাল সেন তবুও বলেন, প্রফেসর দাশগুপ্তকে যে আমি কথা দিয়েছি, তাঁর নাতনী উমা···তোমারই মতন সে লেখাপড়া শিখেছে···

কমলেশ স্থির কণ্ঠে বলে, বাবা মাফ করবেন, আমি এখন বিয়ে করবো না!

পৃথিবী কি রাতারাতি সব বদলে গেল? নতুন পৃথিবীতে তাহলে শৈবাল সেনদের জায়গা নেই?

নিদারুণ অভিমানে শৈবাল সেন কাশীতে ফিরে যান···যাবার সময় কমলেশকে বলে যান, তোমার ওপর আমি এখনো আশা হারাইনি···আমার অসাক্ষাতে এ বাড়ীর সমস্ত ভার আমি তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি···এ বাড়ীতে যদি বউমার চোখের জল পড়ে···তাহলে বিশ্বনাথ আমাকে ক্ষমা করবেন না!

শৈবাল সেন কাশীতে চলে গেলেন। কমলেশের তরুণ মন মৃণময়ীর দিকে চেয়ে নতুন প্রেরণায় জেগে ওঠে। মৃণময়ীকে ডেকে বলে, বৌদি, তোমাকে দিয়েই আমি দাদাকে ধরে রাখবো···তোমাকে আমি এ-যুগের মতন গড়ে তুলবো···। মৃণময়ী হাসে, কি যে বল ঠাকুরপো, বুঝতে পারি না!

—বুঝতে হবে···দাদার সঙ্গে বাইরে যতই ঝগড়া করি, তার চেয়ে আপনার জন আমার আর কেউ নেই! বাইরের আকর্ষণ থেকে তোমাকে দিয়েই আমি তাকে তোমার দিকে ফেরাবো!

কিন্তু কমলেশের সমস্ত চেষ্টাকে তুচ্ছ ক'রে বাইরের আকর্ষণই তীব্রতর হলো···একদিন নিশীথ রাত্রে সমস্ত পেছনে ফেলে রেখে কুমারেশ ঝড়ের মতনে ঘর ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লো···ঝড়ের সাথী হলো ডলি। উমা অন্তরের অন্তরতমে আশা করেছিল, কমলেশকে সে একদিন একান্ত করেই জয় করবে··· কিন্তু দেখলো, কমলেশের সমস্ত সময় জুড়ে রয়েছে মৃণময়ী···সেই সেকেলে হাঁচি-টিকটিকি-মানা একটা গেঁয়ো মেয়ের মধ্যে কি দেখলো কমলেশ? কমলেশের দুঃসাধ্য পণ, মৃণময়ীকে সে জাগাবে! কিন্তু মৃণময়ী যেদিন জাগলো, কমলেশই তাকে সব চেয়ে ভুল বুঝলো। এবং সেই ভুল বোঝার চরম আঘাত থেকে তাকে সেদিন রক্ষা করেছিল উমা। আর ডলি? ছবির পরিণতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই জিজ্ঞাসার উত্তর····

গান

১

মাধব মনোমোহন শ্যামসুন্দর গিরিধারী।
জনমে জনমে অকূল প্রেম-সাগরে কাণ্ডারী ॥
নীলোৎপন মুখমণ্ডল
মেঘবরণ শোভে কুন্তল
ললাটে সুরভি চন্দন টীকা গোপীজন মনোহারী ॥
চরণ পদ্মে মনো-মধুকরী
গুঞ্জন গানে উঠে গুঞ্জরি
দাও দরশন বৃন্দাবন-কুঞ্জকানন চারী।

★

২

একদিন এই ঘরে স্বপ্নের পিঞ্জরে কত টিয়া কাকাতুয়া ময়না
শুনিয়েছে কত বুলি হীরামন বুলবুলি
আজ তারা কেউ কথা কয় না
কত বুক ঠুক্‌রিয়ে কেটে গেছে ঘুলঘুলি
আজ তারা উড়ে গেছে, কেটে গেছে, ভুলে গেছে
দেখা হ'লে কেউ কথা কয় না।
একদিন আহা এইখানে যারা ছিল দুদিনের সঙ্গী!
হাঁকিয়ে আসতো রোল্‌স রয়েস
কত অভিজাত কাঁচা বয়েস
আশে পাশে কত ছিল মরমিকা তন্বী-তনুর ভঙ্গী
আজ তারা কেউ কথা কয় না
কত কাপ্তেন ভঁয়সা গব্য
নব্য নৈশ ক্লাবের সভ্য
ছুড়ি দিয়ে আহা উড়িয়ে দিয়েছে শূন্যে জীবন-পক্ষ
আজ তারা কেউ কথা কয় না।

৩

আকাশ বলে, ধরণী গো তোমায় ভাল বেসে
তারার মালা জড়াই রাতের কৃষ্ণ ভ্রমর কেশে।
ভ্রমর বলে কমল কলি তোমার কানে কানে
যে গান শোনাই সেই সুরে মোর পুলক জাগে প্রাণে
কাজল দিঘির তরঙ্গেতে জ্যোৎস্না ওঠে হেসে
বনের মনের রং মেশানো কৃষ্ণ চূড়ার শাখে
চাঁদের পানে তাকিয়ে চকোর আকুল সুরে ডাকে।
কে জানে কোন কোকিল ডাকা শালপিয়ালের বনে
মন ছুটে যায় আবেশ ভরা ফাগুন সমীরণে
স্বপ্ন আমার সফল হবে সব পেয়েছির দেশে।

৪

নয়ন মুদিলে দেখি তোমারি আলো
ওগো শ্যাম তুমি মোর কৃষ্ণ কালো।
গিরিধারী তুমি যে গো আমায় ঘিরে
নিশিদিন জেগে আছো অশ্রু নীরে
বিরহের দীপশিখা নীরবে জ্বালো।
হে পাষাণ কেন তবে দীপ নিভে যায়
পূজার দেউল ঢাকে ঘন তমসায় ?
বলো বলো তুমি আছো, আছো চিরদিন
নও গো বধির তুমি দুয়ার-কঠিন
বলো বলো দীপশিখা কোথা লুকালো ?

॥ রূপায়ণে ॥

সন্ধ্যারাণী, মঞ্জু দে, রাজলক্ষ্মী, রেবা, আশা, চিত্রা, মিতা,
কুমারী রাণী, প্রীতিকণা, দীপা, দীপিকা, অমলা,
ও নবাগতা মানসী চট্টোপাধ্যায়

বিকাশ, রবীন, পাহাড়ী, কমল, তুলসী চক্রঃ, জীবেন,
অমর মল্লিক, প্রেমাংশু, নৃপতি, শীতল, বাণীবাবু, জ্ঞানেশ,
নির্মল দাস, শৈলেন মুখার্জী, সুধা, নির্মল, রমেন,
নির্মল, মুখোঃ, ঋষি, লাবণ্য, ধীরেশ বাবু,
রাম, প্রফুল্ল, গোপাল, নির্মলেন্দু, শিবদাস,
ইন্দিরেশ, শচীন ও আরো অনেকে

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

॥ পরিচালনায় ॥
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যব্রত চ্যাটার্জী,
সরল দাস, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ আলোকচিত্র শিল্পী ॥
তরুণ গুপ্ত, সত্য রায়,
সৌমেন্দু রায়।

●

॥ শব্দযন্ত্রী ॥
সন্তোষ, জ্যোতিপ্রসাদ, বিষ্ণু

॥ সম্পাদনা ॥
নিরঞ্জন বোস

॥ সঙ্গীত পরিচালনা ॥
উমাপতি শীল

●

॥ ব্যবস্থাপনা ॥
ভানু ঘোষ, কালীচরণ, পাঁচু গোপাল

॥ শিল্প নির্দেশ ॥
সুবোধ দাস

প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ'র পক্ষে প্রচার সচিব শচীন সিংহ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
হইতে মুদ্রিত।